২৩

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 01 DEC 1998
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞান ভবন ভেঙে পড়বে যেকোন সময়

নাসির উদ্দিন তোতা ও হামিদ উল্লাহ, চট্টগ্রাম ব্যুরো থেকে ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনটি যেকোন সময় ভেঙে পড়ে জগন্নাথ হল ট্রাজেডির পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে। জরাজীর্ণ এ ভবনের উপরের সিলিং ভেঙে পড়ছে প্রায় সময়েই। গত সপ্তাহে রসায়ন বিভাগ শেষ পর্বের পরীক্ষার্থী মানস কুমার বিজ্ঞান অনুষদের দুই নম্বর গ্যালারিতে বসে পরীক্ষা দেয়ার সময় উপরের সিলিং হতে ভারি এক খণ্ড কংক্রিটের টুকরা খসে তার কাঁধ ঘেঁষে পড়ে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো একাডেমিক ভবনই বর্তমানে জরাজীর্ণ এবং মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এই দুটো একাডেমিক ভবন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে ১৯৫৮ সালে নির্মিত হয়েছিল। গত ৩০ বছরেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কোন একাডেমিক ভবন নির্মিত হয়নি। অথচ এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে চার গুণ। বর্তমানে এখানে ১৬ হাজার ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে।

১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মাত্র ৫ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়ার অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা নিয়ে। শুরুতে ৪টি বিভাগ নিয়ে চালু হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ২৮টি বিভাগ, ৩টি ইন্সটিটিউট ও একটি গবেষণা কেন্দ্র চালু রয়েছে। সরকার হতে মনস্তত্ত্ব ও কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ খোলার অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও এই দুটি বিভাগ অর্থাভাবে খোলা সম্ভব হচ্ছে না।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম দু' বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী এই পরিকল্পনা মেয়াদকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন খাতে ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার কথা ছিল। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থ পাওয়া যাবে- এই বিশ্বাসে ইতোমধ্যে প্রায় ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে দুটো একাডেমিক ভবন নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটির তৃতীয় তলা পর্যন্ত নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। অন্যটির ভিত্তি নির্মাণের কাজও শেষ হয়েছে। অর্থাভাবে এই দুটো ভবনের কাজ যেকোন মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে জানা যায়।

প্যানেলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে তুমুল

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন জমজমাট হয়ে উঠেছে। আগামী ১২ ডিসেম্বর শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ভবনে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে প্রতিবারের মতো এবারও বিএনপি সমর্থিত সাদা প্যানেলের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সমর্থিত গোলাপী প্যানেলের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১১টি পদের জন্য ২২ জন শিক্ষক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সাদা প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন সভাপতি প্রফেসর ডঃ শামসুদ্দিন (রাজনীতি-বিজ্ঞান), সাধারণ সম্পাদক ডঃ আ. ন. ম. মুনির আহমদ চৌধুরী (রাজনীতি- বিজ্ঞান), সহ-সভাপতি ডঃ মোবাশ্বের আহমদ (পদার্থ), কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী (দর্শন), যুগ্মসম্পাদক এস এম আবদুল কুদ্দুস (লোক-প্রশাসন)। সদস্য (৬ জন) অধ্যাপক আবদুন নূর (লোক প্রশাসন), অধ্যাপক এম এ সালেহ (রসায়ন), অধ্যাপক নুরুদ্দীন চৌধুরী (মার্কেটিং), ডঃ আবুল কালাম আজাদ (অর্থনীতি), ডঃ নুরুল ইসলাম (পদার্থবিদ্যা) ও অধ্যাপক মতিউর রহমান (গণিত)।

গোলাপী প্যানেলের সভাপতি পদে ডঃ মনজুর মোরশেদ মাহমুদ (হিসাব বিজ্ঞান), সাধারণ সম্পাদক ডঃ মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী (ইতিহাস), সহ-সভাপতি ডঃ শামসউদ্দিন (পরিসংখ্যান), কোষাধ্যক্ষ ডঃ মনীন্দ্র কুমার রায় (পরিসংখ্যান), যুগ্ম সম্পাদক মাইনুল হাসান চৌধুরী (হিসাব বিজ্ঞান)। সদস্য ৬ জন হলেন, প্রফেসর ডঃ মুহম্মদ শামসুল আলম (বাংলা), প্রফেসর ডঃ মুহম্মদ রশিদ (আরবী ও ইসলামী শিক্ষা), প্রফেসর আসলাম ভূঁইয়া (সমাজতত্ত্ব), জনাব আবদুল্লাহ মামুন (ব্যবস্থাপনা), জনাব মাহবুবুর রহমান (উদ্ভিদবিদ্যা ও ডঃ শহীদুল ইসলাম (ভূগোল)। গত নির্বাচনে সাদা প্যানেল সাধারণ সম্পাদক ও সদস্য পদে জয়লাভ করেছিল।

জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকগণসহ ঐক্যবদ্ধ প্যানেল হওয়ায় সাদা গ্রুপ ব্যাপকভাবে জয়লাভে আশাবাদী। তবে গোলাপী প্যানেলের একজন শিক্ষক নেতা জানান, তারা পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করবেন। গত ২ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব প্রভাষক নিয়োগ হয়েছে তাদের উপর নির্বাচনের ফলাফল নির্ভর করছে। সাধারণ সম্পাদক পদে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।